তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫

নজরুল ইন্সটিটিউট

বাড়ি ৩৩০-বি, রোড ২৮ (পুরাতন)

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা

ঢাকা-১২০৯

ওয়েবসাইট: www.nazrulinstitute.portal.gov.bd

সূচীপত্র

১. পটভূমি

১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য

১.২ নীতিমালার শিরোনাম

২. নীতিমালার ভিত্তি

২.১ প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ

২.২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

২.৩ অনুমোদনের তারিখ

২.৪ নীতিমালা বাস্তবায়নের তারিখ

২.৫ নীতিমালার প্রযোজ্যতা

৩. সংজ্ঞাসমূহ

৪. তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি

৪.১ স্বপ্রণোদিত তথ্য

৪.২ চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ/প্রদান

৪.৩ তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্য

৫. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

৮. তথ্য প্রদানের পদ্ধতি

৯. তথ্য প্রদানের সময়সীমা

১০. তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলি

১১. আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি

১২. তথ্য প্রদানে অবহেলার শাস্তিবিধান

শেখ রেজাউদ্দিন আহম্মেদ
উপ-পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

১৩. তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ

১৪. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৫. নীতিমালার সংশোধন

১৬. নীতিমালার ব্যাখ্যা

১৭. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ‘১’ স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা

পরিশিষ্ট ‘২’ অনুরোধ/চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যের তালিকা

পরিশিষ্ট ‘৩’ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

পরিশিষ্ট ‘৪’ তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

পরিশিষ্ট ‘৫’ আপীল আবেদন

পরিশিষ্ট ‘৬’ অভিযোগ দায়েরের ফরম

পরিশিষ্ট ‘৭’ প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য

শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ
উপ-পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

১. পটভূমি:

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে সমকালীন/সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন এবং প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নজরুল ইন্সটিটিউট কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে উদার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে নজরুল ইন্সটিটিউট সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নজরুল সাহিত্য ও সংগীতের ব্যাপক প্রসার, গবেষণা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নজরুল ইন্সটিটিউট সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও দরিরামপুর এবং কুমিল্লায় নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করার অন্যতম শর্ত হচ্ছে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। নজরুল ইন্সটিটিউটের তথ্য উন্মুক্ত হলে এ ইন্সটিটিউটের সঠিক কার্যক্রম বিষয়ে জনগণের স্বচ্ছ ধারণা নিশ্চিত হবে। জনগণের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সংগতি রেখে নজরুল ইন্সটিটিউট অবাধ তথ্য প্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ।

তথ্য প্রবাহের চর্চা অব্যাহত রেখে জনগণের তথ্য চাহিদা পূরণ করার জন্য নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য অধিকার বিধিমালা (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে এ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১.২ **নীতিমালার শিরোনাম:** এ নীতিমালা 'নজরুল ইন্সটিটিউটের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫' নামে অভিহিত হবে।

২. **নীতিমালার ভিত্তি**

২.১ প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ: নজরুল ইন্সটিটিউট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ: নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট।

২.৩ অনুমোদনের তারিখ: ২৫/১০/২০১৫

২.৪ নীতি বাস্তবায়নের তারিখ: অনুমোদনের তারিখ থেকে নীতিমালাটি বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৫ নীতিমালার প্রযোজ্যতা: নজরুল ইন্সটিটিউটের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২৯/১০/১৫
শেখ রেজাউদ্দিন আহম্মেদ
উপ-পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৩. সংজ্ঞাসমূহ: বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হলে এই নীতিমালায় -

৩.১ 'তথ্য' অর্থে নজরুল ইন্সটিটিউট এবং এর অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের গঠন, কাঠামো, দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যেকোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমূনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যেকোন তথ্যাদি, বস্তু বা এদেও প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে: তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটসিট বা নোটসিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.২ 'দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩.৩ 'বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩.৪ 'আপীল কর্তৃপক্ষ' অর্থ নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট।

৩.৫ 'তৃতীয় পক্ষ' অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতিত অনুরোধকৃত তথ্যর সঙ্গে জড়িত অন্য কোন পক্ষ।

৩.৬ 'তথ্য কমিশন' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কমিশন।

৩.৭ 'তঅআ, ২০০৯' অর্থ "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" বুঝাবে।

৩.৮ 'তঅবি, ২০০৯' অর্থ "তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯" বুঝাবে।

৩.৯ 'কর্মকর্তা' অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.১০ 'তথ্য অধিকার' অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

৩.১১ 'আবেদন ফরম' অর্থ তঅবি,২০০৯ এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট- ফরম 'ক' বুঝাবে।

৩.১২ 'আপীল ফরম' অর্থ তঅবি, ২০০৯ এর তফসিলে নির্ধারিত আপিল আবেদনের ফরমেট- ফরম 'গ' বুঝাবে।

৩.১৩ 'পরিশিষ্ট' অর্থ এই নীতিমালার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৪. তথ্যের শ্রেণী বিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি:

তথ্য প্রদান পদ্ধতি তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী পরিপালন সাপেক্ষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং নাগরিকের চাহিদা/অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ইন্সটিটিউট তাকেঁ যাচিত তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। নজরুল ইন্সটিটিউটের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকের নিকট সহজলভ্য করার প্রয়াসে সূচিবদ্ধ আকারে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবে। নজরুল ইন্সটিটিউটের সমুদয় তথ্য নিম্মোক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হবে এবং নির্ধারিত বিধান অনুসারে তা প্রদান ও প্রকাশ করা হবে।

শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ
উপ-পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৪.১ **স্বপ্রণোদিত তথ্য:**

তথ্য অধিকার আইনের এ বিধান অনুযায়ী নজরুল ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম সংক্রান্ত জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অধিকতর সহজলভ্য করার প্রয়াসে নজরুল ইন্সটিটিউট স্বপ্রণোদিত ও স্বতস্ফুর্তভাবে যে সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে তা ইন্সটিটিউটের স্বপ্রণোদিত তথ্য। স্বপ্রণোদিত তথ্যের আওতায় তথ্যগুলো বিশেষভাবে পরিশিষ্ট 'ক'-তে উল্লেখ করা আছে। এ সকল তথ্য নজরুল ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইটে (www.nazrulinstitute.portal.gov.bd) প্রকাশিত হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর তথ্য হালনাগাদ করা হবে। নজরুল ইন্সটিটিউট প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং প্রতিবেদনে 'তঅআ' এর ধারা ৬(৩) এ উল্লেখিত তথ্যসমূহ সংযোজন করবে।

৪.২ **চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ/প্রদান:**

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার অনুকূলে যে সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এরূপ তথ্য ব্যতীত নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ বা আংশিক প্রদানে বাধ্য থাকবে (পরিশিষ্ট 'খ')। নজরুল ইন্সটিটিউট চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। প্রতি তিন মাস অন্তর তথ্য হালনাগাদ করা হবে।

৪.৩ **প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্য:**

এ নীতিমালায় যা থাকুক না কেন নজরুল ইন্সটিটিউট তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা মোতাবেক নিম্মোক্ত তথ্য প্রকাশ, প্রচার বা প্রদানে বাধ্য থাকবে না।

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা কোন আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্কে ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক' কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ তথ্য;

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;

শেখ রেজাউদ্দিন আহম্মেদ
উপ-পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা তার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(দ) কোন ব্যক্তির আইনের আওতায় দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষার প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য;

তবে শর্ত থাকে যে মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে।

৫. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা:

(ক) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর অধীন নাগরিকের প্রাপ্তির নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহপূর্বক তা যথাযথভাবে নিম্নরূপে সংরক্ষণ করবে।

১) যথাযথ পদ্ধতি ও মান অনুসরণে তথ্য সংরক্ষণ করবে;

২) কম্পিউটারে সংরক্ষনের উপযুক্ত সকল তথ্য যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকবে।

শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ
উপ-পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৩) স্বপ্রণোদিত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য (যা প্রকাশে আইনগত বাধা নেই) নজরুল ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে (www.nazrulinstitute.portal.gov.bd) ।

(খ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:

নজরুল ইন্সটিটিউট তথ্য তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা-২০১০ অনুসরণ করবে।

৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ:

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ১০-এর বিধানমতে নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে।

৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি:

১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য আবেদন গ্রহণ বাছাই এবং তথ্য চাহিদাকারীর সাথে যোগাযোগ করবেন;

২) চাহিদাকৃত/অনুরোধকৃত তথ্য অঅআ ২০০৯, ধারা ৯ ও অঅবি-২০০৯ বিধি-৪ অনুযায়ী যথাযথভাবে সরবরাহ করবেন;

৩) চাহিদাকৃত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ এবং তা পরিশোধের জন্য আবেদনকারী/অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন;

৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব না হলে এর কারণ উল্লেখপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য চাহিদাকারীকে অবহিত করবেন;

৫) কোন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে তথ্য পেতে সহায়তা করবেন। এক্ষেতে তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন;

৮. তথ্য প্রদান পদ্ধতি:

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুদ্রিত অনুলিপি, ফটোকপি, নোট, ইলেক্ট্রনিক ফরমেট বা প্রিন্ট-আউট পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ করবেন;

(খ) ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য লাভের সহায়তা করবেন।

৯. তথ্য প্রদানের সময়সীমা:

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন;

(খ) তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন;

শেখ রেজাউদ্দিন আহম্মেদ
উপ-পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

(গ) তথ্য প্রদানের সাথে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে তৃতীয় পক্ষ তা গোপনীয় তথ্য হিসেবে গণ্য করলে, সে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে লিখিত বা মৌখিক মতামত চেয়ে নোটিশ দিবেন। মতামত পাওয়া সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করবেন অথবা তথ্য প্রদানের অপারগতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন;

(ঘ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার বর্ণিত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় কারণসমূহের মধ্যে আবেদনকারীর চাহিত তথ্য অন্তর্ভূক্ত হলে যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব ততটুকু অংশ আবেদনকারীকে প্রদান করবেন;

(ঙ) তথ্য প্রদানে অপারগতার ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন;

(চ) উল্লিখিত সময়সীমাসমূহের মধ্যে তথ্য প্রদান করা না হলে, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

১০. **তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী:**

ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে মজুদ তথ্যের মূল্য পরিশোধ করার জন্য আবেদনকারীকে জানাবেন। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তির সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর তফসিল 'ঘ' ফরম (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে;

খ) যদি মূল্য লেখা না থাকে তবে কর্তৃপক্ষ যেরুপভাবে মূল্য নির্ধারণ করবেন; সেভাবে মূল্য পরিশোধ করতে হবে;

গ) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃক তথ্যের মূল্য নগদ, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক অথবা স্ট্যাম্প এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। আদায়কৃত অর্থ চালান কোড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ তে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

১১. **আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি:** কোন নাগরিক যদি নিদিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তের সংক্ষুদ্ধ হন, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

(ক) আপীল আবেদনে আপীলের কারণ উল্লেখপূর্বক সাদা কাগজে বা তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর ফরম ('গ' সংযুক্ত) এ আবেদন করা যাবে;

(খ) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবে;

১২. **তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান:**

নজরুল ইন্সটিটিউটের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথ কারণ ব্যতিত তথ্য প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ করলে বা আপীল গ্রহণ অস্বীকার করলে কিংবা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে, ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর

শেখ রেজাউদ্দিন আহম্মেদ
উপ-পরিচালক
বঙ্গবন্ধু ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে কিংবা তথ্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে এবং কমিশনের নিকট অভিযোগ করা হলে কমিশন তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৩. তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ:

নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার প্রকাশনাসমূহ বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করবে।

১৪. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি:

নজরুল ইন্সটিটিউট জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞাপ্তির মাধ্যমে অথবা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

১৫. নীতিমালার সংশোধন:

এ নীতিমালা সংশোধনের প্রয়োজন হলে নজরুল ইন্সটিটিউট ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি নীতিমালা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সংশোধনের প্রস্তাব করবে। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে নীতিমালা সংশোধন কার্যকর হবে।

১৬. নীতিমালার ব্যাখ্যা:

এ নীতিমালার কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে নীতিমালা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

১৭. পরিশিষ্ট:

পরিশিষ্ট ১: স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা

১) নজরুল ইন্সটিটিউটের সাংগঠনিক কাঠামো;
২) নজরুল ইন্সটিটিউটের নিয়োগ বিধিমালা;
৩) নজরুল ইন্সটিটিউটের কার্যাবলি;
৪) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব;
৫) বিভিন্ন ধরনের ফরমস;
৬) বার্ষিক প্রতিবেদন;
৭) সকল প্রকাশিত প্রতিবেদন;
৮) নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রণীত আইন, নজরুল ইন্সটিটিউট কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা ১৯৯৭, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল ইত্যাদি;
৯) নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা;
১০) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর, ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা;
১১) ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/টেন্ডার সংক্রান্ত ইত্যাদি;
১২) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ইত্যাদি;

শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ
উপ-পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

১৩) অনুমোদিত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল ইত্যাদি;

পরিশিষ্ট২: চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা

১) স্বপ্রণোদিত প্রকাশিত সকল তথ্য;
২) সংস্থার বাজেট;
৩) আর্থিক তথ্য, যেমন-আয়/ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব বিবরণী;
৪) অডিট রিপোর্ট;
৫) প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য;
৬) ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর);
৭) উপকার ভোগীর তালিকা;
৮) নিয়োগ/বদলীর আদেশ;
৯) দেশে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর);
১০) প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য (পরিশিষ্ট-) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য;

শেখ রেজাউদ্দিন আহম্মেদ
উপ-পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।